9386 - বিক্রয় প্রতিনিধি যদি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তাহলে অতিরিক্ত অর্থ কে পাবে?

প্রশ্ন

আমি একটি কোম্পানিতে চাকুরি করি যারা বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে। সেলস ম্যানেজার আমাকে বলছেন: এই পণ্যটি আমি এক হাজার রিয়ালে বিক্রি করতে পারি। কিন্তু আমার কিছু ক্রেতা আছে যারা ১৫০০ রিয়াল দিয়ে এই পণ্য কিনবে। আমি কি এটি বিক্রি করে কোম্পানিকে ১০০০ রিয়াল দিয়ে বাকিটুকু নিজে রেখে দিতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোম্পানি যদি আপনার জন্য এভাবে মূল্য নির্ধারণ করে দেয় যে এর চেয়ে বেশি দামে আপনি বিক্রি করতে পারবেন না, তাহলে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করা আপনার জন্য জায়েয হবে না।

আর যদি কোম্পানি মূল্য নির্ধারণ করলেও এর চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করতে নিষেধ না করে, তাহলে আপনার জন্য বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয হবে।

উভয় অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ কোম্পানির প্রাপ্য অধিকার, আপনার জন্য সেটি গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

কারণ উকিলকে তার মক্কেলের স্বার্থে কারবার করবে; নিজের স্বার্থে নয়।

এর পক্ষে দলীল হলো:

বুখারী (৩৬৪৩) বর্ণনা করেন: উরওয়া বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর জন্য একটি ছাগল কিনতে এক দীনার দেন। উরওয়া এক দীনার দিয়ে তাঁর জন্য দুটি ছাগল কিনেন। তারপর একটি ছাগল এক দিনারে বিক্রি করে দেন এবং এক দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। এরপর থেকে উরওয়া মাটি কিনলে তাতে লাভবান হতেন।

এক্ষেত্রে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত ক্রয় প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি

ক্রয়বিক্রয়ে লাভ করতে পেরেছিলেন। লাভটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। কারণ লাভ যদি উরওয়ার জন্য হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা গ্রহণ করতেন না।

ইবনে আব্দুল বার বলেন:

“আলেমদের মাঝে কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্তির বৈধতা সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তবে আলেমগণ মতভেদ করেছেন এ হাদিসের মর্মের ব্যাপারে যে, প্রতিনিধিকে যে বস্তু ক্রয় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যদি এর চেয়ে বেশি কিছু কিনে আদেশদাতার জন্য কি সেটি গ্রহণ করা আবশ্যক হবে; নাকি হবে না? যেমন: এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তি বলল: আমার জন্য এই দিরহাম দিয়ে এক রত্বল এই ধরণের গোশত কিনে আনো। লোকটি তার জন্য এই দিরহাম দিয়ে ঐ ধরনের চার রত্বল গোশত কিনে আনল। ইমাম মালেক ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য অনুসারে: তার জন্য পুরোটা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে; যদি গোশতের বৈশিষ্ট্য মিলে যায় এবং পরিমাণে বেশি এনে দেয়। কারণ সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। উল্লেখিত হাদীসটি এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং হাদীসটি জায়্যিদ (ভালো)। এ হাদিসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মেষ দুটির মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। এমনটি না হলে তিনি তার থেকে দীনার নিতেন না এবং তার বিক্রয়ে সম্মতিও প্রদান করতেন না।”[আত-তামহীদ (২/১০৮)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন:

“পণ্য তার দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয হবে যদি এমনটি করা সম্ভব হয়। তবে লাভের মালিক হবেন পণ্যের মালিক। আর যদি মালিক নির্ধারিত দামের বেশি দামে পণ্য বিক্রি না করার শর্ত করেন, তাহলে মালিক যে দাম নির্ধারণ করেছেন কেবল সে দামেই বিক্রি করতে হবে।”[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (১৩/৯৬)]

কিন্তু ... যদি কোম্পানি মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং আপনার সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে আপনি বেশি দামে বিক্রি করলে লাভটা আপনার জন্য, তাহলে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবেন এবং লাভ আপনার প্রাপ্য হবে।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ মুগনী (৭/৩৬১) গ্রন্থে বলেন:

“যদি সে বলে: এই কাপড় দশ দিরহাম দিয়ে বিক্রি করবে, এর অতিরিক্ত বিক্রি করলে সেটি তোমার। এমন চুক্তি করা সঠিক এবং সে অতিরিক্ত অংশের হকদার হবে। ... ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে কোনো সমস্যা দেখতেন না।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।